নবম অধ্যায়: জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ 'ক' একটি রাষ্ট্র। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও সরকার বিদ্যমান থাকলেও তাদের জনগণের মধ্যে ঐক্য এবং জাতিগত বিভেদ থাকায় রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। এ সম্পর্কে রাজনীতিক আনিস সাহেব বলেন, এসব রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বিশ্বশান্তি স্থাপনে বিশ্বব্যাপী একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। *◀ শিখনফল-১*

ক. নাগরিকের প্রধান কর্তব্য কী? ১

খ. রাষ্ট্রের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও জনহিতকর কাজ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব রক্ষায় কোনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধানে আনিস সাহেব যে প্রতিষ্ঠানের ইঙ্গিত করেছেন'— সেটির উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা।

খ রাষ্ট্র বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও জনহিতকর কাজ করে থাকে। যেমন— কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বনায়ন কর্মসূচি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসন, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রতিরোধ, বিদ্যুতায়ন ও জ্বালানি সরবরাহ, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, গ্রামীণ উন্নয়ন, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি বহুবিধ কাজ রাষ্ট্র সম্পাদন করে।

গ উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব রক্ষায় সার্বভৌমত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

রাষ্ট্র গঠনের মুখ্য উপাদান সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌম শব্দ দ্বারা চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়। সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রের গঠন পূর্ণতা পায়। এই ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থা থেকে পৃথক করে। প্রত্যেক সমাজব্যবস্থায় চূড়ান্ত ক্ষমতা কার্যকরী করার জন্য একটি মাত্র কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ থাকবে। আর এই ক্ষমতাই হলো সার্বভৌম ক্ষমতা।

সার্বভৌমের আদর্শই হলো আইন। সার্বভৌমের আদর্শ বা আইন মানতে সকলেই বাধ্য। কেবল জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও সরকার থাকা সত্ত্বেও একটি দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা না থাকলে তা রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হবে না। যত দিন রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বিদ্যমান থাকে তত দিন সার্বভৌমত্বের স্থায়িত্ব থাকবে। সরকারের পরিবর্তন সার্বভৌমত্বের স্থায়িত্বকে নষ্ট করে না।

অতএব বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব রক্ষায় সার্বভৌমত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

ঘ 'ক' রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধানে আনিস সাহেব জাতিসংঘের ইঙ্গিত করেছেন।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হলো- শান্তি ভঙ্গের হুমকি ও আক্রমণাত্মক প্রবণতা ও কার্যকলাপ দূর করে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব জোরদার করা। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সকল জাতির মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা। আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান নিশ্চিত করা। প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের স্বীকৃতি এবং তা সমুন্নত রাখা এবং উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘের কার্যধারা অনুসরণ করা।

প্রশ্ন ▶২ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ক্লাসে শিক্ষকের আলোচনায় ফাইজা জানতে পারল একটি বিশ্বসংস্থা ও তার আওতাভুক্ত বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থাগুলো বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ ও বৃহৎ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে। স্যার আরও বললেন— বিশ্ব সংস্থাটি বিশ্বশান্তি রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। *◀ শিখনফল-২*

ক. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় কত সালে? ১

খ. 'লীগ অব নেশনস' কেন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে যে বিশ্বসংস্থা ও তার অঙ্গ সংস্থাগুলোর কথা জাইমা জেনেছে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত 'বিশ্ব সংস্থাটি বিশ্বশান্তি রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে'— কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯ সালে।

খ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'লীগ অব নেশনস' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

বিশ শতকের ইতিহাসে পৃথিবীজুড়ে দুইটি ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর মধ্যে ১৯১৪-১৯১৯ সাল সময়কালে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের ধ্বংসলীলা সমগ্র বিশ্ব বিবেককে হতবাক করে তোলে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি 'লীগ অব নেশনস' প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে ফাইজা জাতিসংঘ ও তার অঙ্গসংস্থাগুলোর কথা জেনেছে, যেগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬ তম সদস্য দেশ। বাংলাদেশে জাতিসংঘের সবকটি অঙ্গসংস্থার মিশন আছে। এ অঙ্গসংস্থাগুলো বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। উদ্দীপকেও জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থাগুলোর এ সকল কার্যক্রমের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, ফাইজা এমন একটি বিশ্বসংস্থা সম্পর্কে জানতে পারে যেটি তার অঙ্গসংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অধিকার সংরক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। ফাইজা মূলত জাতিসংঘ ও তার অন্যান্য সংস্থাগুলোর বাংলাদেশে পরিচালিত কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পেরেছে।

বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও মেয়ে শিশুদের মৌলিক অধিকার আদায় ও বিশেষত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে জাতিসংঘের অন্যতম অঙ্গসংস্থা ইউনিসেফ। এছাড়া বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিশ্চিত করতে ফাও (FAO) কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে

যাচ্ছে। বাংলাদেশ-মায়ানমার রোহিঙ্গা ইস্যুতে ইউএনএইচসিআর ভূমিকা রাখে। এছাড়া বিহারি জনগোষ্ঠীর আগমনসহ অন্যান্য ইস্যুতে এটি কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করছে ইউনিফেম।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত বিশ্ব সংস্থাটি হলো জাতিসংঘ এবং বিশ্বশান্তি রক্ষায় এ সংস্থাটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে— উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সংস্থাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে- বিশ্ব সংস্থাটি বিশ্বশান্তি রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে, যা সম্পূর্ণরূপে সঠিক। কেননা এখানে বিশ্বসংস্থাটি বলতে জাতিসংঘকে বোঝানো হয়েছে। মূলত জাতিসংঘের সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো— শান্তিভঙ্গের হুমকি ও আক্রমণাত্মক প্রবণতা ও কার্যকলাপ দূর করে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব জোরদার করা।

এক্ষেত্রে জাতিসংঘ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, লিবিয়া প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতা লাভ জাতিসংঘের প্রচেষ্টার ফল। ১৯৪৭ সালে গ্রিসের আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার সুসম্পর্ক স্থাপনে জাতিসংঘের অবদান রয়েছে। এছাড়া প্যালেস্টাইন যুদ্ধ, আরব-ইসরাইল সংঘর্ষ, সুয়েজ সংকট ইত্যাদি সমাধানে এবং দীর্ঘস্থায়ী ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিরসনে জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ইরাক-কুয়েত সংঘর্ষে জাতিসংঘ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ফিলিস্তিন-ইসরাইল শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ ভূমিকা পালন করেছে। নিরস্ত্রীকরণ এবং বর্ণবৈষম্য নীতি দূর করতেও এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

সঠিক আলোচনার প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জাতিসংঘ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে চলমান দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসন করে এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶৩ প্রফেসর নাইমা হক দক্ষিণ এশিয়ার একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে অনেক দেশে কাজ করতে গিয়ে লক্ষ করেন যে, বিভিন্ন দেশেই নারীর আইনগত অধিকার থাকলেও তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশাধিকার খর্ব করা হচ্ছে। এছাড়াও তাদের ওপর পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় অনেক অযৌক্তিক শর্ত রয়েছে যেগুলো নারীদের পশ্চাৎমুখী করে রেখেছে। তবে জাতিসংঘ নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূরীকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে জাতিসংঘ ভূমিকা রাখছে। *◀ শিখনফল-২ ও ৩*

ক. বেইজিং প্লাস ফাইভ কত সালে অনুষ্ঠিত হয়? ১

খ. 'ইউনিসেফ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রতিষ্ঠান'— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রফেসর নাইমা হকের দেখা এসব নারীদের সমস্যা দূরীকরণে জাতিসংঘে কোন সনদ গৃহীত হয়েছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে জাতিসংঘের কার্যক্রমগুলো সফল হয়েছে? তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেইজিং প্লাস ফাইভ ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

খ ইউনিসেফ অধিকার ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে কাজ করে। তাই এটি সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রতিষ্ঠান। দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও মেয়ে শিশুদের মৌলিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিশেষত শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য ইউনিসেফ কাজ করছে।

গ প্রফেসর নাইমা হকের দেখা নারীদের সমস্যা দূরীকরণে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ বা সিডও সনদ গৃহীত হয়েছে।

সিডও সনদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি নারীর অধিকারের একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল, যা বিভিন্ন সময়ে নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে গ্রহণকৃত বিভিন্ন ইস্যুকে সমন্বিত করে। নারী ও পুরুষের সমতার নীতির ওপর ভিত্তি করে এ সনদটি তৈরি হয়েছে। নারীর মানবাধিকারের বিষয়টিও এখানে উঠে এসেছে। আইনগত পদ্ধতিতে এ অধিকারগুলো ম্যান্ডেটভুক্ত করায় সমর্থনকারী দেশগুলো এ সনদ মেনে চলতে বাধ্য। এই সনদে স্বীকার করা হয় যে, বিভিন্ন দেশে নারীর অধিকার বলবৎ থাকলেও বৈষম্য রয়েছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নারীর প্রবেশাধিকার খর্ব করার মাধ্যমেই তা করা হয়ে থাকে। সিডও সনদ এসব বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে তৈরি হয়েছে।

প্রফেসর নাইমা হকের দেখা নারীদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, আইনগত অধিকার থাকা সত্ত্বেও তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশাধিকার খর্ব করা হচ্ছে। এছাড়া তাদের জন্য পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অনেক অযৌক্তিক শর্ত আরোপ করা হয়েছে যা তাদের পশ্চাৎমুখী করে রেখেছে। আর এসব সমস্যা সমাধানের জন্যই জাতিসংঘে সিডও সনদ গৃহীত হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ আমি মনে করি, বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে জাতিসংঘের কার্যক্রমগুলো সফল হয়েছে।

বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে জাতিসংঘ ভূমিকা রাখছে। জাতিসংঘের এ ভূমিকার কথা উদ্দীপকেও বর্ণিত হয়েছে। জাতিসংঘ বাংলাদেশে সফলভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নে কাজ করছে।

জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউএনডিপি বাংলাদেশের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে দেশব্যাপী অসংখ্য সফল কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ইউনিসেফ দেশের বঞ্চিত শিশু ও মেয়ে শিশুদের মৌলিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিশেষত শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কো বাংলাদেশের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কাজ করছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশে বিভিন্ন সফল কর্মসূচি পালন করছে। ইউএনএইচসিআর বাংলাদেশে বিহারী জনগোষ্ঠীর আবাসনসহ অন্যান্য ইস্যুতে ব্যাপক অবদান রাখছে। ইউনিফেম বাংলাদেশে নারীদের বিভিন্ন ধরনের অধিকার আদায় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তাদের সংশ্লিষ্ট করছে। এছাড়া নারীদের নিরাপদ শ্রম অভিবাসনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে কাজ করছে। জাতিসংঘের জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশে জাতিসংঘের উল্লিখিত সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলতে পারি যে, বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে জাতিসংঘের কার্যক্রমগুলো সফল হয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৪ সোমালিয়া গৃহযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ। আনুয়া জন্মলগ্ন হতেই তার দেশের গৃহযুদ্ধ দেখে আসছে। গৃহযুদ্ধে তার পরিবারের সবাই নিহত হন। খাবারের অভাবে ৭ বছরের আনুয়া অচেতন অবস্থায় মরতে বসে। একদিন সে তাঁবুর ভেতরে নরম বিছানায় নিজেকে আবিষ্কার করে। তাঁবুর ভেতরে UNICEF পোশাক পরিহিত লোকগুলোকে তার দেবতা বলে মনে হয়। তারা পরম মমতায়, স্নেহে, আদরে, সেবায় আনুয়াকে সুস্থ করে তোলেন। ◀ *শিখনফল-১*

ক. জাতিসংঘের কতটি রাষ্ট্রের ভেটো ক্ষমতা রয়েছে? ১

খ. জাতিসংঘ কেন সৃষ্টি হয়? ২

গ. আনুয়ার মতো দুর্দশাগ্রস্ত শিশুদের জন্য জাতিসংঘ কোন কোন কার্যক্রম পরিচালনা করে? ৩

ঘ. সুখী ও সমৃদ্ধিশালী শান্তিময় পৃথিবী গড়াই জাতিসংঘের লক্ষ্য- উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের স্থায়ী ৫টি সদস্য রাষ্ট্রের ভেটো ক্ষমতা রয়েছে।

খ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘ সৃষ্টি হয়েছিল।

১৯২০ সালে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় লীগ অব নেশনস। কিন্তু এ সংস্থার সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে বিশ্ব শান্তি রক্ষায় তা ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ সালে পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা পৃথিবীকে গ্রাস করে। এ যুদ্ধের ভয়াবহতা ও বিভীষিকায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সমগ্র বিশ্ব। তাই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪ শে অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ ইউনিসেফ-এর কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর।

ঘ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ▶ ৫ লীগ অব নেশনস-এর ব্যর্থতা এবং ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা শান্তিকামী দেশগুলোকে চরমভাবে আতঙ্কিত করে তোলে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা জন্মলাভ করে। এর সদর দপ্তর নিউইর্য়কে এবং সদস্য দেশ ১৯৩টি। ◀ *শিখনফল-১*

ক. অছি এলাকা কী? ১

খ. মানবজীবনে যুদ্ধের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন সংস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে? উক্ত সংস্থার গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় উদ্দীপকে উল্লেখিত সংস্থার অবদান বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে এলাকার নিজস্ব সত্তা আছে কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই সেই এলাকাকে অছি এলাকা বলে।

খ মানবজীবনে যুদ্ধের প্রভাব অত্যন্ত ভয়াবহ।

যুদ্ধ কখনো জাতিতে জাতিতে সংকট নিরসনের পথ হতে পারে না। যুদ্ধ ডেকে আনে ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা। মানবজাতির জন্য অবর্ণনীয় দুর্ভোগ এবং অশান্তি। বিশ শতকের ইতিহাসে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এ যুদ্ধে মানুষ নিহত, আহত, গৃহহারা এবং পঙ্গুত্ব বরণ করে। তাই বলা যায়, যুদ্ধের প্রভাব সব সময়ই নেতিবাচক হয়ে থাকে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘের অবদান বিশ্লেষণ কর।

➤ অনুশীলনের জন্য আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৬ জনাব 'ক' এমন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে কর্মরত আছেন যা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের শান্তি ও নিরাপত্তার পাশাপাশি গৃহযুদ্ধ মীমাংসার লক্ষ্যেও কাজ করে যাচ্ছেন। ◀ *শিখনফল-১ ও ২*

ক. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য? ১

খ. WHO-এর কাজ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত আন্তর্জাতিক সংস্থাটি সৃষ্টির পটভূমি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উক্ত সংস্থায় বাংলাদেশের অবদান বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন ▶ ৭ জাতিসংঘ একটি অতিপরিচিত সংস্থা যা শান্তিরক্ষায় কাজ করে। সংস্থাটি মানবাধিকার রক্ষায় বিশ্বাসী। এ লক্ষ্যে এটি ১৯৪৮ সালে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা প্রদান করে। পরবর্তীতে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংস্থাটি ১৯৭৯ সালে নারীদের জন্য একটি সনদও ঘোষণা করেন। ◀ *শিখনফল-৩*

ক. বাংলাদেশ কবে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হয়? ১

খ. জাতিসংঘের প্রথম দুইটি লক্ষ্য সম্পর্কে লেখো। ২

গ. 'সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ছাড়াও নারীদের উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে'- উদ্দীপকে অনুসারে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার পাশাপাশি ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ একটি সনদ ঘোষণা করে যা নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে'— বিশ্লেষণ করো। ৪

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান-৩০

১. কোন দেশের ব্যস্ততম সড়কের নাম "বাংলাদেশ সড়ক"?
ক আইভরি কোস্ট খ সিয়েরালিওন
গ ইংল্যান্ড ঘ কিউবা

২. কোনটিকে জাতিসংঘের 'বিতর্কসভা' বলে অভিহিত করা হয়?
ক অছি পরিষদ খ আন্তর্জাতিক আদালত
গ নিরাপত্তা পরিষদ ঘ সাধারণ পরিষদ

৩. তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
ক বেইজিং খ মেক্সিকো
গ জেনেভা ঘ নাইরোবি

৪. জাতিসংঘের কোন সংস্থা বাংলাদেশ-মায়ানমার রোহিঙ্গা ইস্যুতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করছে?
ক UNDP খ UNHCR
গ UNICEF ঘ UNFPA

৫. জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যসভা কোনটি?
ক সাধারণ পরিষদ খ নিরাপত্তা পরিষদ
গ আন্তর্জাতিক পরিষদ ঘ অছি পরিষদ

৬. CEDAW-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
ক ১৩০ খ ১৩২
গ ১৩৪ ঘ ১৩৬

৭. কত সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়?
ক ১৯১৯ সালে খ ১৯২০ সালে
গ ১৯৩৭ সালে ঘ ১৯৩৯ সালে

৮. জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে কোন পরিষদ গঠিত?
ক সাধারণ পরিষদ খ নিরাপত্তা পরিষদ
গ তত্ত্বাবধায়ক পরিষদ ঘ আন্তর্জাতিক বিচারালয়

৯. প্রতিটি দেশ তাদের কর্মক্ষম যুবসম্প্রদায়কে হারায় কোন যুদ্ধে?
ক প্রথম বিশ্বযুদ্ধে
খ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে
গ আরব-ইসরাইল যুদ্ধে
ঘ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে

১০. কোনো প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ার ক্ষমতা আছে কতটি সদস্য রাষ্ট্রের?
ক চারটি খ পাঁচটি
গ আটটি ঘ দশটি

১১. র‍্যাংগস ভবন ভাঙা হলো। এর মালিক আন্তর্জাতিক আদালতে ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করতে পারেননি কেন?
ক আন্তর্জাতিক আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত
খ আন্তর্জাতিক আদালত বিচার করবে
গ আন্তর্জাতিক আদালত ক্ষতিপূরণ দিবে
ঘ আন্তর্জাতিক আদালত জামিন দিবে

১২. বান কি মুন বর্তমানে জাতিসংঘের মহাসচিব হিসেবে কাজ করছেন। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ তাকে মহাসচিব হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। তিনি জাতিসংঘের কোন শাখার মহাসচিব হিসেবে ভূমিকা পালন করেন?
ক সেক্রেটারিয়েট খ আন্তর্জাতিক আদালত
গ ইউনেস্কো ঘ আই এম এফ

১৩. বিশ্বশান্তি, সহযোগিতা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ জাতিসংঘের কোন শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়?
ক সাধারণ পরিষদ খ নিরাপত্তা পরিষদ
গ সেক্রেটারিয়েট ঘ অছি পরিষদ

উদ্দীপকটি পড়ে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
দুই প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও মিয়ানমার রাষ্ট্রের মধ্যে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে 'ক' রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সংস্থার একটি শাখায় আবেদন করে। আবেদনের প্রেক্ষিতে সংস্থাটি বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করে দেয়।

১৪. দুই রাষ্ট্রের বিরোধ মীমাংসা করা আন্তর্জাতিক সংস্থার কোন শাখার কাজ?
ক সাধারণ পরিষদ খ নিরাপত্তা পরিষদ
গ সেক্রেটারিয়েট ঘ আন্তর্জাতিক আদালত

১৫. উক্ত শাখার কাজ হলো—
i. জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তা মীমাংসা করা
ii. জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো চুক্তির প্রেক্ষিতে মামলা হলে তা মীমাংসা করা।
iii. জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন করা।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. ১৯৮৬ সালে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী বাংলাদেশের কী মন্ত্রী ছিলেন?
ক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খ পররাষ্ট্রমন্ত্রী
গ বাণিজ্যমন্ত্রী ঘ অর্থমন্ত্রী

১৭. ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী জাতিসংঘের কোন পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন?
ক নিরাপত্তা পরিষদের খ অছি পরিষদের
গ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের
ঘ সাধারণ পরিষদের

১৮. উদ্বাস্তু বিষয়ক জাতিসংঘ হাইকমিশনারের কার্যালয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ কী?
ক ইউনিসেফ খ ডব্লিউএইচও
গ ইউএনএইচসিআর ঘ ইউনিফেম

১৯. ইউনিফেম-এর বিশ্লেষিত রূপ কী?
ক জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল
খ জাতিসংঘ শিশু তহবিল
গ জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি
ঘ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

২০. জাতিসংঘের মহাসচিবগণ বাংলাদেশে সফর করেছেন—
i. ৪ জন ii. ৫ বার
iii. ৮ জন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাহেলা লক্ষ করলেন তার তিন বছরের ছেলে ফারদিন হঠাৎ করেই হাঁটতে পারছেনা এবং তার পা দুটো ক্রমশ সরু হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা দেখে তার এক প্রতিবেশী বলল, 'তুমি ছেলেকে ৬টি মারাত্মক রোগের টিকা দাওনি বলেই সে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে'।

২১. ফারদিনের মতো বাচ্চাদের সুস্থ রাখতে কোন সংস্থাটি ৬টি মারাত্মক রোগের টিকা দেয়?
ক ইউনেস্কো খ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
গ ইউনিসেফ ঘ বিশ্বখাদ্য সংস্থা

২২. উক্ত সংস্থা কর্তৃক এই প্রকল্প গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য কী?
ক বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করা
খ বিশ্বের গ্রামীণ ও দরিদ্র দেশগুলোকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়া
গ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা
ঘ উন্নত দেশ কর্তৃক দরিদ্র দেশকে স্বাস্থ্যগত সুবিধা দেওয়া

২৩. বিবাহিত নারীরা জাতীয়তা সংরক্ষণ বা পরিবর্তন করতে পারবে। এ বিষয়টি কত সালে ঘোষণা করা হয়?
ক ১৯৪৭ সালে খ ১৯৫৭ সালে
গ ১৯৬৭ সালে ঘ ১৯৭৭ সালে

২৪. নারীদের কর্মসংস্থান ও পেশাক্ষেত্রে বৈষম্য বিলোপ সনদ পাশ হয় কখন?
ক ১৯৫২ সালে খ ১৯৫৭ সালে
গ ১৯৬০ সালে ঘ ১৯৬২ সালে

২৫. প্রথম নারী বছর ঘোষণা করা হয় কত সালে?
ক ১৯৭৪ সালে খ ১৯৭৫ সালে
গ ১৯৭৬ সালে ঘ ১৯৭৭ সালে

২৬. কোপেন হেগেনে কততম বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়?
ক প্রথম খ দ্বিতীয়
গ তৃতীয় ঘ চতুর্থ

২৭. বিশ্বব্যাপী নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালিত হয় কখন?
ক ১৭ নভেম্বর থেকে ২৫ নভেম্বর
খ ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর
গ ২৫ নভেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর
ঘ ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর

২৮. সিডও সনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—
i. নারী ও পুরুষের সমতার নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি
ii. নারীর মানবাধিকারের বিষয়টি উল্লেখ আছে
iii. নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বকে নিশ্চিত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
নসিমন একজন দিনমজুর। ইউনিয়ন পরিষদের "কাজের বিনিময়ে খাদ্য" প্রকল্পে সে কাজ করছে। কাজ করতে গিয়ে সে লক্ষ করল পারিশ্রমিক প্রদানে বৈষম্য করা হয়েছে। এ কথা কলেজ পড়ুয়া মাসুমাকে বলায় সে জানায় জাতিসংঘ থেকে গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা হয়েছে।

২৯. জাতিসংঘে এ ধরনের সনদটি কবে গৃহীত হয়?
ক ১৯৪৮ সালে খ ১৯৬০ সালে
গ ১৯৭৯ সালে ঘ ১৯৯৫ সালে

৩০. এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে—
ক রহিমাদের অবস্থান অনেক উন্নত হয়েছে
খ রহিমারা বেশি মজুরি ভোগ করছে
গ রহিমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে
ঘ রহিমাদের প্রতি বৈষম্য বিলোপ করা হয়েছে

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; মান-৭০

১.▶ জারিন টেলিভিশনের খবরে দেখতে পেল মায়ানমারের সেনাবাহিনী রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা জাতির উপর ব্যাপক অত্যাচার, নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। তারা তাদের জীবন বাঁচাতে নাফ নদী পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে গিয়ে অনেকে ডুবে মারাও যাচ্ছে। এ ঘটনায় সে মনে করে পৃথিবীর একটি সংগঠনকে খুবই কার্যকরভাবে দাঁড় করানো উচিত যার মাধ্যমে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ থামানোসহ মানবাধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভব। কিন্তু বিদ্যমান সংগঠনটি সকল ক্ষেত্রে যথার্থ ভূমিকা পালনে অক্ষম।

ক. সিডও সনদে কতটি ধারা আছে? ১
খ. মানবাধিকার বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ের যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তা সৃষ্টির পটভূমি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ব শান্তিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২.▶ রাজিয়া গ্রামের দরিদ্র পরিবারের সন্তান। সে তার পরিবারের সবচেয়ে বড় মেয়ে। তার চার ভাই-বোন। বাবা মা অতিকষ্টে তাদের পড়ালেখা করাচ্ছেন। রাজিয়া অতিকষ্টে মাত্র পড়ালেখা শেষ করেছে। তার ইচ্ছা একটা ভাল চাকরি পেয়ে সংসারের হাল ধরবে। ছোট ভাই বোনদের পড়ালেখা করাবে। তাই সে শহরে আসে একটা ভাল চাকরি পাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এ পর্যন্ত সে যে কয়টি ইন্টারভিউ দিয়েছে তার সবকয়টাতেই তাকে মেয়ে বলে অযোগ্য বিবেচনা করা হয় এবং দুএক জায়গায় হলেও কম পারিশ্রমিকের কথা তাকে শোনানো হয়।

ক. জাতিসংঘ কত সালে আত্মপ্রকাশ করে? ১
খ. জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরি পরিষদের বর্ণনা দাও। ২
গ. রাজিয়া যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয়েছে সে ধরনের সমস্যা দূরীকরণে জাতিসংঘের পদক্ষেপের ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সমস্যাটি নিরসনে সিডও (CEDAW) কি ভূমিকা রাখতে পারে বলে তুমি মনে কর? ৪

৩.▶ লোহাগড়া উপজেলার নোয়াগ্রাম এলাকায় প্রায়শই গোলমাল, ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকে। এলাকার মানুষের মধ্যে কোনো সদ্ভাব নেই। এগুলো দেখে এ ধরনের কাজ বন্ধ করতে এলাকার কিছু যুবক সম্মিলিতভাবে একটি সংঘ গঠন করে এলাকার অনেক উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করে। বর্তমানে ঐ এলাকাসহ অন্যান্য এলাকায় সংঘটি শান্তির দূত হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছে।

ক. বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে কত সালে? ১
খ. নারীর প্রতি বৈষম্যের ক্ষেত্রে 'সিডও' সনদের ভূমিকা বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংঘটি বিশ্বমানের কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করছে? এর সৃষ্টির পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বিশ্বমানের উক্ত সংঘটির কার্যক্রম বিশ্লেষণ কর। ৪

৪.▶ স্বপ্নপুর ইউনিয়নের গ্রামের সংখ্যা দশ। বিভিন্ন বিষয়ে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রায়ই এক গ্রামের সাথে অন্য গ্রামের সংঘর্ষ হয়। এ সংঘর্ষ থেকে বেরিয়ে এসে এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রত্যেক গ্রামের লোকজন ইউনিয়ন শান্তি সমিতি গঠন করে। এ শান্তি সমিতি মানুষের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ হলে আবারও নতুন একটি ইউনিয়ন শান্তি পরিষদ গঠন করা হয় যা এখনো বিভিন্নভাবে স্বপ্নপুরের শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে।

ক. সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী জাতিসংঘের কততম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন? ১
খ. 'জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে'— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. স্বপ্নপুরের শান্তি পরিষদের সাথে আন্তর্জাতিক যে সংস্থার মিল রয়েছে তার সৃষ্টির পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সংস্থাটি বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে- মতামত দাও। ৪

৫.▶ সম্প্রতি ইসরাইল প্যালেস্টাইনে হামলা চালালে বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় ওঠে। এর মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা উভয় দেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়।

ক. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য দেশ? ১
খ. সিডও সনদ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সংস্থাটি সৃষ্টির প্রেক্ষাপট পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সংস্থায় বাংলাদেশের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৬.▶ নারী শ্রমিকরা সমান যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরির ক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিক থেকে কম বেতনে চাকরি করছেন। অনেক নারী চাকরিতে অযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে শুধু নারী হওয়ার কারণে। তাছাড়া নারীদের ওপর পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় অনেক অযৌক্তিক শর্ত রয়েছে যেগুলো নারীদেরকে পশ্চাৎমুখী করে রেখেছে।

ক. মানবাধিকার কী? ১
খ. আন্তর্জাতিক আদালত বলতে কী বোঝায়? ২
গ. নারীদের সমস্যা দূরীকরণে জাতিসংঘ কী ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. এই ধরনের সমস্যা সমাধানে সিডও (CEDAW) সনদ ১৯৭৯ অত্যন্ত প্রশংসনীয় বিশ্লেষণ কর/ মতামত দাও। ৪

৭.▶ ফুয়াদের কলেজে হিরোশিমা ও নাগাসাকি দিবস উপলক্ষে ২য় বিশ্বের ওপর একটি প্রামাণ্য চিত্র দেখায়। এর ভয়াবহতা ও ধ্বংসলীলা দেখে ছাত্র-ছাত্রীরা অবাক ও মর্মাহত হয়। ফুয়াদ ভাবে কিছু মানুষের হঠকারিতা ও নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য আজ মানুষ পৃথিবীতে শান্তিতে বসবাস করতে পারছে না।

ক. সিডও (CEDAW) সনদটি কীসের উপর ভিত্তি করে তৈরি? ১
খ. উদ্বাস্তু (UNHCR) বিষয়ক জাতিসংঘ হাইকমিশনার সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে তৎকালীন বিশ্বনেতৃবৃন্দ বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য কী গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন?-উক্ত ধারণার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ধ্বংসলীলা থেকে আজ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা ঈর্ষণীয়-বিশ্লেষণ কর। ৪

৮.▶ হানুফা একজন গার্মেন্টস কর্মী। গরীব স্বামীকে সহায়তা করতে তিনি এই কাজ করেন। অমানুষিক পরিশ্রম করেও তিনি প্রতিদিন ২০০ টাকা মজুরি পান। তবে একই কাজের জন্য একজন পুরুষ কর্মী পান ৩০০ টাকা। একদিন হানুফা এ ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। গার্মেন্টস মালিক হানুফাকে পরের দিন থেকে কাজে আসতে নিষেধ করেন ।

ক. কোন অঙ্গসংগঠনকে বিতর্ক সভা বলা হয়? ১
খ. ভেটো ক্ষমতা কী? ২
গ. হানুফা তার কর্মস্থলে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আমাদের সমাজ থেকে কীভাবে এ ধরনের সমস্যা দূর করা যায়? তোমার মতামত দাও। ৪

৯.▶ ড. লিসা দক্ষিণ এশিয়ার একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে অনেক দেশে কাজ করতে গিয়ে লক্ষ করেন যে, দেশে নারীর আইনগত অধিকার থাকলেও তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশাধিকার খর্ব করা হচ্ছে। এছাড়াও তাদের ওপর পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় অনেক অযৌক্তিক শর্ত রয়েছে যেগুলো নারীদের পশ্চাৎমুখী করে রেখেছে। তবে জাতিসংঘ নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূরীকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জাতিসংঘ ভূমিকা রাখছে।

ক. বেইজিং প্লাস ফাইভ কত সালে অনুষ্ঠিত হয়? ১
খ. "ইউনিসেফ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রতিষ্ঠান"— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ড. লিসার দেখা এসব নারীদের সমস্যা দূরীকরণে জাতিসংঘে কোন সনদ গৃহীত হয়েছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে জাতিসংঘের কার্যক্রমগুলো সফল হয়েছে? তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

১০.▶ শামীম তার গ্রামের ফুটবল দলের খেলোয়াড়। একদিন সে পার্শ্ববর্তী নিশ্চিন্তপুর গ্রামে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে যায়। খেলা চলাকালে একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে মারামারি লেগে যায়। মারামারির খবর শুনে উভয় গ্রামের মানুষ লাঠিশোঠা নিয়ে মাঠের দিকে আসতে থাকে। গ্রাম দুটি একই ইউনিয়নে অবস্থিত। খবরটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কানে গেলে তিনি ঘটনাটি দ্রুত ইউনিয়ন শান্তিসংঘকে অবহিত করেন। এক পর্যায়ে উক্ত ইউনিয়ন শান্তি সংঘের মধ্যস্থতায় বিবাদের মীমাংসা হয়।

ক. বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা কত? ১
খ. জাতিসংঘে 'ভেটো' প্রদান বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে শামীমের ইউনিয়নের শান্তিসংঘের সাথে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে শামীমের ইউনিয়নের শান্তিসংঘের সাথে যে আন্তর্জাতিক সংস্থার মিল রয়েছে তার সৃষ্টির পটভূমি উল্লেখ কর। ৪

১১.▶ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি বিভিন্ন দেশের সেনাদের সমন্বয়ে গঠিত। এই বাহিনী বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের মিশনে মোতায়েন করে। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশের সেনারা বিশ্বের ১১টি দেশের ৪৫টি সংঘাতময় এলাকায় কর্মরত রয়েছেন।

ক. বাংলাদেশ কবে জাতিসংঘের সদস্যপদ পায়? ১
খ. ইউএনএইচসিআর (UNHCR) বলতে কী বোঝায়? ২
গ. বাংলাদেশে জাতিসংঘের কার্যক্রম সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. নারীর অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে 'সিডও' (CEDAW) এর সাফল্যকে তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? ৪

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	ক	২	ঘ	৩	ঘ	৪	খ	৫	খ	৬	খ	৭	ঘ	৮	ক	৯	ঘ	১০	খ	১১	ক	১২	ক	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	খ
১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	ক	২০	ক	২১	খ	২২	ক	২৩	খ	২৪	গ	২৫	খ	২৬	খ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	ক